রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৪.০১৬.১৯.৯৭—‘স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত)’ জারি করা হলো।

উপক্রমণিকা :

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনাম :

এ নীতিমালা **‘স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত)’** নামে অভিহিত হবে।

অনুদানের সংখ্যা :

১. প্রতি অর্থবছরে ১০(দশ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে; তন্মধ্যে কমপক্ষে ১(এক)টি হবে শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর মৌলিক গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২. তবে কোন বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে বছর অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

অনুদানের অর্থ :

৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে অনুদান নিয়মাবলির আওতায় সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

৪. চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৫. অনুদান প্রাপ্তির জন্য বাছাইকৃত এবং অনুমোদিত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে ‘স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলি-২০২০ (সংশোধিত)’ এর আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে।

৬. অনুদান প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করার জন্য একটি অনুদান প্রদান কমিটি ও একটি অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে।

(ক) **অনুদান কমিটি :** নিম্নবর্ণিত ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট অনুদান কমিটি গঠন করা হবে।

১) মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়—সভাপতি

২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়—সদস্য

৩) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়—সদস্য

৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি—সদস্য

৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন/অভিজ্ঞ ৪(চার) জন ব্যক্তি—সদস্য

৬) অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র)—সদস্য-সচিব

(খ) **অনুদানের জন্য বাছাই কমিটি :** নিম্নবর্ণিত ৭ (সাত) সদস্যের সমন্বয়ে অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে।

১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র)—সভাপতি

২) মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর—সদস্য

৩) যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র)—সদস্য

৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ৩(তিন) জন ব্যক্তি—সদস্য

৫) উপসচিব (চলচ্চিত্র-২)—সদস্য-সচিব

৭. অনুদান বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অনুদান কমিটির কাজের সুবিধার্থে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র)-কে সভাপতি, যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র)-কে সদস্য, উপসচিব (চলচ্চিত্র-২)-কে সদস্য-সচিব এবং অনধিক ৪(চার) জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি অনুদান উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এ অনুদান উপ-কমিটি নীতিমালার আলোকে বরাদ্দপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ করবে। এছাড়া অনুদান কমিটির সভাপতির নির্দেশনাক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

৮. বাছাই কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অনুদান কমিটি অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯. গল্প/চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে।

১০. বাছাই কমিটির বিবেচনায় কোন বছরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রস্তাব/চিত্রনাট্য মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সে বছরের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার সুপারিশ করবে।

অনুদান প্রদানের জন্য বিচার্য বিষয়সমূহ :

১১. অনুদান বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ বাছাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক) নির্মাতা/পরিচালকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (প্রস্তাবকারী পরিচালকের পূর্বনির্মিত একটি চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চলচ্চিত্রে তার ভূমিকা বিবেচনা করে অনুদান প্রদান কমিটি পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে);

(খ) নতুন নির্মাতাদের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত কমিটি যোগ্যতা যাচাই করবে;

(গ) বিষয়বস্তু, সংলাপ ও চিত্রনাট্য;

(ঘ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত শিল্পী-কলাকুশলীর মান ও অভিজ্ঞতা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা;

(চ) সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা;

(ছ) নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না;

(জ) চূড়ান্ত অনুদান প্রদানের পূর্বে চলচ্চিত্র প্রাথমিক বাছাইয়ের পর প্রয়োজনে অনুদান কমিটি বা অনুদান কমিটির নির্দেশনাক্রমে অনুদান উপ-কমিটি প্রযোজকের/পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে।

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের স্থিতি :

১২. অনুদানে নির্মিত প্রতিটি চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ৩৫—৫৫ মিনিট হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে এ স্থিতিকাল পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

অনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি :

১৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ২ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% চিত্রায়ণের পর তা অনুদান উপ-কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে অনূর্ধ্ব ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে এ সময় সরকার বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৪. সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে।

১৫. চলচ্চিত্রের নির্মাণ, অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময় ইত্যাদিসহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তি) টাকা ছাড়ের পূর্বে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। অতঃপর সম্পূর্ণ রাশ প্রিন্ট দেখে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ ছাড় করা হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া:

১৬. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহ্বান করে প্রতি বছর ৩১ আগস্টের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় বহুল প্রচারিত কমপক্ষে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

১৭. প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রস্তাবক/প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

১৮. এতদসংক্রান্ত প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র, প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে।

১৯. পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের বাজেট বিভাজন দাখিল করতে হবে।

২০. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং নির্মাণের সঠিক কর্ম-পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির ১০(দশ) কপি করে জমা দিতে হবে।

২১. বিদেশী গল্প হলে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শর্ত :

২২. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে/অনিবার্য কারণে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

২৩. কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোন বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২৪. অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রযোজ্য স্ট্যাম্প পেপারে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৫. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চিত্রায়ণ, এডিটিং, ডাবিং ইত্যাদি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাঁদের সার্ভিস চার্জের ৫০% পর্যন্ত ছাড় দিতে পারে। তবে স্ক্রিপ্টের আলোকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের সুবিধা গ্রহণ অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণকরত অন্যত্র চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ করতে পারবেন।

২৬. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু না করেন কিংবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তাহলে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যাংক হারে সুদসহ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারবে।

২৭. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।

২৮. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

২৯. প্রযোজকের মৃত্যু হলে কিংবা প্রযোজকের পক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করা অসম্ভব হলে সেক্ষেত্রে অনুদান নির্ধারণ কমিটি সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটির নির্মাণ সম্পন্নকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৩০. প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে (2K resolution–এ) অথবা ৩৫ মিঃমিঃ ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে; তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে।

৩১. সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজক সরকারি অনুমতি নিয়ে সহযোগী প্রযোজক নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরো শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলি প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

৩২. একই প্রযোজককে সাধারণত দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ৪(চার) বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।

৩৩. কোন প্রযোজক পর পর ২(দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৩৪. **পুনর্বিবেচনা:** এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার চেয়ে অনুদান কমিটির সভাপতি বরাবর আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

৩৫. সংশ্লিষ্ট প্রযোজক অনুদানের ৩য় (শেষ) কিস্তি প্রাপ্তির ২(দুই) মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রটির সেন্সর সনদ গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সরকার অনুদান হিসেবে প্রদানকৃত সমুদয় অর্থ ব্যাংক হারে সুদসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদায় করতে পারবে।

৩৬. ইতোপূর্বে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত যে সকল চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি, সে সকল চলচ্চিত্র এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd